সাহায্যের হাত।। হিলকার্ট রোডে সোমবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

তৃণমূলের নয়া স্লোগানকে অশোকের কটাক্ষ

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : গত দেড় বছরে বেশ কয়েকবার স্লোগান বদলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বাংলা নিজের মেয়েকে চায়– তৃণমূলের এই নতুন স্লোগান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, বাংলা যদি নিজের মেয়েকে চায়, তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসুরা কি বাইরের ছেলে ছিলেন?

বাংলা নিজের মেয়েকে চায় এই স্লোগান নিয়ে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন জায়গায় দলের পদাধিকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন এই স্লোগানের প্রচার চালিয়ে যান। তবে তৃণমূল কংগ্রেস একের পর এক স্লোগান বদলানোয় কটাক্ষ করছে সিপিএম। সোমবার অশোকবাবু বলেন, 'উনি যে বাংলার মানুষ, তাঁতে কোনও সন্দেহ আছে নাকি? এই স্লোগান তৈরি করার জন্য পিকে–কে এত টাকা দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, তৃণমূলের কোনও স্লোগানই দাঁড়াচ্ছে না। তাই বারবার স্লোগান বদল করছে। বাংলা যদি নিজের মেয়েকে চায়, তবে এতদিন বুদ্ধবাবুরা কি বাইরের ছেলে ছিলেন? একটা স্লোগান তৈরি করতে নাকি প্রচুর টাকা দিতে হচ্ছে শুনেছি।'

> তৃণমূলের কোনও স্লোগানই দাঁড়াচ্ছে না। তাই বারবার স্লোগান বদল করছে। বাংলা যদি নিজের মেয়েকে চায়, তবে এতদিন বুদ্ধবাবুরা কি বাইরের ছেলে ছিলেন? একটা স্লোগান তৈরি করতে নাকি প্রচুর টাকা দিতে হচ্ছে শুনেছি।
>
> –অশোক ভট্টাচার্য

এদিন সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে অশোকবাবু বলেন, 'একজন সাংসদের বাড়িতে সিবিআই গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর বাড়ি দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না এটা কলকাতার কোনও বাড়ি। টিভিতে যে বাড়ি দেখলাম এরকম বাড়ি তো বিদেশে দেখেছি। তারপর আবার তাঁর বাড়ির সামনে কত পুলিশ। উনি মুখ্যমন্ত্রী নন, শুধুমাত্র একজন সাংসদ। তাতেই এত পুলিশ।'

এদিকে, এদিন সিপিএমের জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার বলেন, '২৮ তারিখ ব্রিগেড সমাবেশের আগে ২৫ তারিখ ব্রিগেডের আগে শিলিগুড়িতে ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওইদিন বেলা দুটোয় মহানন্দা সেতুর নীচ থেকে মহামিছিল বের হবে। সেই মিছিল বাঘা যতীন পার্কে যাবে।'

অন্যদিকে, ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মিতালি রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক স্কুল ও জলসম্পদ বিভাগে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তিনি বিধায়ক হিসেবে বিস্মিত বলে এদিন মন্তব্য করেছেন অশোকবাবু। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'বিধায়ক মিতালি রায়ের বিরুদ্ধে দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে যত দ্রুত সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ভবিষ্যতে এভাবে বেকার যুবদের যাতে প্রতারিত না হতে হয়, সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছি।'

জিএসটি ও নতুন বাজেট নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটে

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : জিএসটি–র দরুন অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের। এছাড়া নতুন বাজেটে জারি করা নিয়ম অনুযায়ী ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইস্টার্ন এবিসি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। সংগঠনের কর্তারা বলছেন, জিএসটি লাগু হওয়ার পর থেকে একাধিক সমস্যায় পড়তে হয়েছে ব্যবসায়ীদের। এমন অনেক নিয়ম আনা হয়েছে যা ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। নতুন বাজেট প্রকাশের পর একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সরকার ছোট ব্যবসায়ীদের নির্মূল করার জন্যই এই ধরনের পদক্ষেপ করছে। যাতে পুঁজিপতিদের সুবিধা হয়। উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের ২২টি সংগঠনের সম্মতি নিয়েই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলে সংগঠনের কর্তাদের দাবি। তবে, এই ধর্মঘটে সায় নেই সিআইআইয়ের।

এদিকে, একদিনের এই ধর্মঘটের ভালো প্রভাব পড়বে। সংগঠনের কর্তাদের হিসাবে, শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে প্রায় একদিনে ব্যবসায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হবে। একদিনে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হবে ৯০ কোটি টাকার। ২৬ তারিখের ধর্মঘটে নয়াবাজার থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির প্রায় সব বাণিজ্যিক কেন্দ্র বন্ধ থাকবে।

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টার্ন এবিসি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের আহ্বায়ক সুরজিৎ পাল বলেন, 'আমরা এটিকে কালো আইন বলব, কারণ এর ফলে সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীর ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে আম্বানি, আদানির তুলনা করলে হবে না। তাঁদের কাছে যা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাতে তাঁদের পক্ষে বা বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে নতুন বাজেটের একাধিক নিয়ম সহজে মানা সম্ভব। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা চাই আমাদের উপর আরোপিত এমন সব প্রতিবন্ধকতা তুলে দেওয়া হোক, এই দাবিতেই আমাদের ধর্মঘট। কলকাতা, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জের ব্যবসায়ীরাও এই ধর্মঘটে যোগদান করবেন।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'আমরা এই ধর্মঘট নিয়ে কিছু বলছি না। তবে, ব্যবসায়ীদের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে আগেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে লিখেছি। আবার আমরা সমস্ত সমস্যা এবং ব্যবসায়ীদের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে চিঠি দেব।'

বিশ্বরূপ মহারাজকে স্মরণসভায় শ্রদ্ধা

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের সচিব স্বামী নিত্যসত্যানন্দ মহারাজের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে স্বামী নিত্যসত্যানন্দ মহারাজ দার্জিলিংয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেনে। তিনি বিশ্বরূপ মহারাজ হিসাবেও সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। এদিন দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিংকর হলে মহারাজের অনুগামীদের আয়োজিত এই স্মরণসভায় বহু জ্ঞানীগুণী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাহুডাঙ্গি আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত মহারাজ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ তাঁর বক্তব্যে স্বামী নিত্যসত্যানন্দ মহারাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের প্রতি তাঁর আত্মত্যাগ, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাশক্তির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'অসময়ে এভাবে বিশ্বরূপ মহারাজের চলে যাওয়াটা আমাদের সকলের কাছেই অপূরণীয় ক্ষতি।'

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) শুভাশিস ঘোষ প্রয়াত মহারাজের সঙ্গে তাঁর গত আট বছরের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। সাধারণ একজন সন্নাসীর ধ্যানধারণা থেকে সরে এসে স্বামী নিত্যসত্যানন্দ মহারাজ কীভাবে নিজেকে মানুষের জন্য সঁপে দিয়েছিলেন তা তিনি সবাইকে জানান। এদিনের এই স্মরণসভায় ডাঃ কল্যাণ খান, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষ এবং মহারাজের সান্নিধ্যে আসা অনেকে তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। সাহুডাঙ্গি আশ্রমের জীবন মহারাজ গান গেয়ে শোনান। স্মরণসভায় উপস্থিত না হতে পারলেও রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য সহ অনেকেই বার্তা পাঠিয়ে প্রয়াত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সোমবার শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিংকর হলে স্মরণসভা। – সংবাদচিত্র

চোপড়ায় মহিলা কলেজের প্রতিশ্রুতি

চোপড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' এই স্লোগান নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন চোপড়ার তৃণমূলের বিধায়ক হামিদুল রহমান। সদর চোপড়ার দলীয় কার্যালয়ে এদিন দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্লকস্তরের শীর্ষনেতারা উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি সরকার ক্ষমতায় ফিরলে চোপড়াতে মহিলা কলেজ গড়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে ছাড়লেন না বিধায়ক হামিদুল রহমান। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর গত সাত বছরে এলাকায় ১৭০ কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আগামীতে সেগুলো করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' দিদিকে বলো, দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। উন্নয়নের নিরিখে এবারও মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন বলে তিনি আশাবাদী।

ভোটের কাজে চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের ডাক

হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে সংশয়

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনের কাজে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটি পড়ায় পরিষেবা দেওয়া নিয়ে চিন্তিত স্বাস্থ্য দপ্তর। বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি ভোটের কাজে চলে যান তাহলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হবে। তাই বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই চাইছে, রোগী পরিষেবার স্বার্থে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য বলেন, 'সব জেলাতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকজনকে ভোটের ডিউটির জন্য ডাকা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানাচ্ছি। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বিধানসভা ভোটের জন্য দার্জিলিং জেলায় সবমিলিয়ে প্রায় ৭,৩০০ ভোটকর্মী প্রয়োজন। এই ভোটকর্মীর ব্যবস্থা করতেই এবার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও অন্যান্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত কর্মীদের ভোটের ডিউটি দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের পাশাপাশি সিংহভাগ চিকিৎসককেও ভোটের কাজে নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রশিক্ষণের জন্য ডাকও হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের এখনও ডাক না পড়লেও এখানকার ডেপুটি সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ এবং সুপারের অফিস সহ সমস্ত বিভাগের কর্মচারীদের ভোটের ডিউটিতে ডাক পড়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের কথায়, হাসপাতালের ৭০ শতাংশ কর্মীকেই ভোটের ডিউটিতে ডাকা হয়েছে।

এভাবে কর্মীদের তুলে নিয়ে পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সূত্রের খবর, মেডিকেলের ফার্মাসিতে এমনিতেই কর্মীর অভাব রয়েছে। ফলে, এখানকার সমস্ত কাউন্টার প্রতিদিন খোলা সম্ভব হয় না। এর পরেও ফার্মাসির কর্মীদের ভোটের ডিউটিতে নেওয়া হয়েছে। সবাই ভোটের ডিউটিতে গেলে ফার্মাসি খোলাই অসম্ভব হয়ে যাবে। এছাড়াও মেডিকেলে নিজস্ব কোভিড ব্লক তৈরি হয়েছে। সেখানকার পরিষেবা দেওয়ার জন্যও বাড়তি কর্মী প্রয়োজন হচ্ছে। এই কর্মীদেরও যদি ভোটের কাজে নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সমস্যায় পড়বে কর্তৃপক্ষ। সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হবে। ডেন্টাল কলেজে আবার চিকিৎসকদেরও ভোটের ডিউটিতে যাওয়ার ডাক এসেছে। তাঁদেরও নির্বাচনি প্রশিক্ষণের জন্য যেতে বলা হয়েছে। রোগী পরিষেবার কথা মাথায় রেখে জেলায় এর আগে এভাবে সরাসরি চিকিৎসকদের কোনও দিন ভোটের কাজে নেওয়া হয়নি। কিন্তু এবার চিকিৎসকদেরও ডাক পড়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাননি। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'অন্যান্য নির্বাচনে যেমন কর্মী নেওয়া হয় এবারও তেমনই ভোটের ডিউটিতে ডাক এসেছে।' এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

কী ঘটেছে

- বিধানসভা ভোটের জন্য দার্জিলিং জেলায় সবমিলিয়ে প্রায় ৭,৩০০ ভোটকর্মী প্রয়োজন
- বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও অন্যান্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের ভোটের ডিউটি দেওয়া হয়েছে
- উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের পাশাপাশি সিংহভাগ চিকিৎসককেও ভোটের কাজে নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে
- তাঁদের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রশিক্ষণের জন্য ডাকও হয়েছে

নিজের মেয়ে স্লোগান নিয়ে ময়দানে তৃণমূল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ ফেব্রুয়ারি : 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়', এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিজেপিকে বিঁধলেন করণদিঘির তৃণমূল বিধায়ক মনোদেব সিনহা। তিনি বলেন, 'বিজেপি ভুল স্বপ্ন দেখাচ্ছে মানুষকে। বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিজেপি কিছুই জানে না। যে রথ বাঙালির ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ, তাকে ওঁরা ভোটের রথযাত্রা বানিয়েছে। ধর্মের নামে রাজনীতি হয় না।' তাঁর মতে, 'মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ করেই রেখেছেন, আমাদের কাজ হল, সঠিক লোককে নিয়ে গিয়ে মানুষকে শুধু সেইসব উন্নয়নের কাজগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া।' করণদিঘি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়াহাব আলি বলেন, 'এবার জেলার ন'টি বিধানসভা আসনেই আমরা জয়লাভ করব। অন্যদিকে 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' স্লোগানকে সামনে রেখে চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখরে সাংবাদিক সম্মেলন করল তৃণমূল কংগ্রেস। পরে চাকুলিয়া বাজারে মিছিল করে শাসকদল। পা মেলান ব্লক সভাপতি মহঃ সেতাবুদ্দিন, মিনহাজুল আরফিন আজাদ, প্রমুখ।

অপরদিকে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়'এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রচারের সূচনা করল তৃণমূলের মাটিগাড়া ব্লক–২ এবং নকশালবাড়ি ব্লক–১। সোমবার তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক–১'এর সভাপতি আনন্দ ঘোষ, মহিলা তৃণমূলের জেলা সম্পাদক পাপিয়া ঘোষ, মহিলা তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক–১ সভানেত্রী পদ্মা দে রায় এই প্রচারের সূচনা করেন। আনন্দবাবু বলেন, 'দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে আমরা গোটা ব্লকে আজ থেকেই এই স্লোগান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার শুরু করব।' তৃণমূলের মাটিগাড়া ব্লক–২'এর সভাপতি খগেশ্বর রায়ও তাঁর ব্লকে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায় প্রচারের সূচনা করেন।

সোমবার ব্লকের সাংগঠনিক ১ নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এবং ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লকের বিধাননগরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ফাঁসিদেওয়াতে মহম্মদ আইনুল হক ও বিধাননগরে কাজল ঘোষ সাংবাদিকদের নিয়ে সম্মেলন করেন। কাজল ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য কাজ করছে। বিজেপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সব বুঝে গিয়েছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই আছেন।' মহম্মদ আইনুল হক বলেন, 'রাজ্য সরকার মানুষের স্বার্থে সমস্তরকম কাজ করে চলেছে। আগামীতেও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন সুজিত কউর (৩২) নামে এক মহিলা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার ফুলবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড়ে। এদিন এলাকার বকরাভিটা গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলা বাজার সেরে এনজপি–সাহুডাঙ্গি রাজ্য সড়ক দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে। তবে চালক পলাতক।

তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি : তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদারবক্স এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন নবদ্বীপ রায় (১৬) নামে এক কিশোরের নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সে স্থানীয় এক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবার সূত্রে খবর, বাড়ির কারও সঙ্গেই কোনও সমস্যা ছিল না। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সন্ধ্যায় দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতের কাকা মনোরঞ্জন রায় বলেন, 'কেন ভাইপো এমন কাজ করল তা বুঝতে পারছি না।' ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হিসেবে রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিন রাতে ঘোষপুকুরের গঙ্গারাম হাটের ধুতিঝোলাতে ক্যানাল থেকে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করলেন এলাকাবাসী। তাঁর নাম অবিনাশ মিঞ্জ (৩১)। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তে শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন ব্যাঙডুবি আর্মি

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা

পাবলিক স্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম অভিরাল মঙ্গর (১৪)। রবিবার রাতে আপার বাগডোগরা গদাধরপল্লির একটি বেসরকারি স্কুলের ক্লাসরুমে অভিরালকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে অভিরালের পরিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত না করিয়েই বাড়িতে নিয়ে যায় বলে খবর।

পাহাড়ের রম্ভি এলাকায় বাড়ি হলেও অভিরাল ব্যাঙডুবির আর্মি পাবলিক স্কুলে পড়ত। সে গদাধরপল্লির কুমার রাই নামে অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষকের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকত। কুমার রাইয়ের বাড়িতে একটি স্কুল আছে। তাঁর নিজের স্কুল ছাড়াও অন্য স্কুলের ৭ জন ছাত্র তাঁর বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকত। কুমার বলেন, 'রবিবার রাতে অভিরাল পড়ার জন্য দোতালার ক্লাসরুমে যায়। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ক্লাসরুমে ঢুকে দেখি পিলারের রডের সঙ্গে জিনস প্যান্টের ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার দেহ ঝুলে রয়েছে।' এরপর তিনি পুলিশে খবর দিলে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই পরিজনরা দেহটি নিয়ে রম্ভির বাড়িতে চলে যান। যে কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে পুলিশকে জানিয়ে দেহ ময়নাতদন্ত করার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে কেন তা করা হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ব্যাঙডুবি আর্মি পাবলিক স্কুলের তরফে বলা হয়, 'ঘটনা স্কুলের বাইরে হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করব না।' রম্ভিতে অভিরালের পরিবারকে ফোন করলেও কেউ ফোন না ধরায় তাঁদের বক্তব্য জানা যায়নি। গদাধরপল্লির বাসিন্দা বীরেন্দ্র প্রসাদ বলেন, 'আমরা গতকাল রাতে মেডিকেল কলেজ থেকে দেহ নিয়ে এসেছি। কেন ময়নাতদন্ত করা হয়নি তা পরিবারের সদস্যরাই বলতে পারবেন।' বাগডোগরা পুলিশ জানায়, অভিরাল মারা গিয়েছে কিনা সেব্যাপারে নিশ্চিত হতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে জানালে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ময়নাতদন্ত করার ব্যবস্থা করে। তারপরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা জানেন না বলে জানান।

সোমবার চোপড়ায় পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে ভিড়। ছবি : মনজুর আলম

চোপড়ায় পরিবর্তন যাত্রা

চোপড়া ও করণদিঘি, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা চোপড়ায় পৌঁছাল। দলের নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ি এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সোনাপুর অয়েল ইন্ডিয়া মোড়ে যাত্রাকে স্বাগত জানান। বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী–সমর্থকরা বাইক মিছিলের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক ধরে পরিবর্তন যাত্রার সঙ্গে এলাকা পরিক্রমা করেন।

জেলা সভাপতি বলেন, 'দার্জিলিং জেলা থেকে এদিন পরিবর্তন যাত্রা উত্তর দিনাজপুরে পৌঁছাল।' দলের রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আখতার বলেন, 'রাজ্য নেতাদের মধ্যে দশরথ তিরকি, দীপ্তিমান প্রামাণিক ও উত্তরবঙ্গ যাত্রা প্রমুখ রঞ্জন দে বিশ্বজিৎ লাহিড়ির সঙ্গে ছিলেন।'

এই রথ মঙ্গলবার ডালখোলা পেরিয়ে করণদিঘি বিধানসভা এলাকায় প্রবেশ করবে। এরপর সেই রথ রায়গঞ্জের দিকে যাবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সহ সভাপতি সত্যনারায়ণ সিংহ বলেন, 'বিজেপির এই রথ মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ করণদিঘির বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়াবে। সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। বিজেপির কর্মী–সমর্থকরা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রথকে স্বাগত জানাবেন।'

বিধায়কের দ্বারস্থ চোপড়ার ক্ষুদ্র চা চাষিরা

চোপড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিধায়কের দ্বারস্থ হলেন নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের একদল প্রতিনিধি। চোপড়া থানা এলাকার একাধিক বাগানের সমস্যা নিয়ে সোমবার স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

অভিযোগ, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক চা বাগানে নিয়মিত পাতা চুরির ঘটনার পাশাপাশি বাগানের পাহারাদারদের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের একাংশ ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে। এমনকি ৪৪–৪৫ বছরের পুরোনো বাগানেও খুঁটি পুঁতে জমি দখলের চেষ্টা চলছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট বাগান মালিক। এলাকার রানুবালা, সন্তোষ টি এস্টেট ছাড়াও অন্যান্য বাগানে এ ধরনের সমস্যার বিষয় এর আগেও প্রশাসনের নজরে এনেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভজহরি ভৌমিক বলেন, 'হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পল্টন এলাকায় বাগান মালিকদের সমস্যার বিষয়টি এদিন লিখিতভাবে বিধায়কের নজরে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন চোপড়া থানার আইসি ও বিডিওর কাছেও প্রতিলিপি দেওয়া হয়।' বিধায়ক হামিদুল রহমান অবশ্য বলেন, অভিযোগের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে। চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমের বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

করিমুলকে নিয়ে ইংরেজিতে বই বিশ্বজিতের

রাজগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : ইংরেজিতে জীবনী লিখেছেন। এছাড়াও ইংরেজিতে লেখা আরেকটি উপন্যাস ছাপার অপেক্ষায়। গ্রামের বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে ইতিমধ্যেই ইংরেজি ভাষার লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন রাজগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঝা (৩৯)। পদ্মশ্রী করিমুল হকের জীবনী নিয়ে ইংরেজিতে লেখা তাঁর বই 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' পেঙ্গুইন নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে। বইটি ইতিমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।

রাজগঞ্জ বাজারের সুভাষপল্লিপাড়ার বিনয়ভূষণ ঝায়ের ছেলে বিশ্বজিৎ। তিনি বর্তমানে একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল চালান। রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ পান। অনেক ইংরেজি শব্দের মানে না জানার কারণে প্রথমদিকে ইংরেজি সংবাদপত্র ভালোভাবে পড়তে পারতেন না। এভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে ইংরেজি অনার্স নিয়ে হলদিবাড়ি কলেজ থেকে স্নাতক হন বিশ্বজিৎ। এরপর ২০০৫ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে স্নাতকোত্তর করেন। তিনি বলেন, 'সে সময় সহপাঠীরা বাংলা সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে কাজ করতে শুরু করলেও ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে চাকরি করার লক্ষ্য নিয়ে আমি দিল্লিতে যাই। তবে সেখানে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ইংরেজি লিখতে–পড়তে পারলেও ইংরেজিতে তেমন কথা বলতে পারতাম না। সেজন্য কয়েকটি চাকরি হাতছাড়া হয়।' এরপর ইংরেজিতে উন্নতি করে একটি জাতীয়স্তরের ইংরেজি সংবাদপত্রে চাকরি জোটে বিশ্বজিতের। এরপর প্রায় ১০ বছর বিভিন্ন নামকরা সংবাদমাধ্যমে চাকরি করার পর ২০১৪ সালে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। বর্তমানে কোচবিহারে একটি ইংরেজিমাধ্যম হাইস্কুল চালাচ্ছেন। ভুটানের একটি কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে মাস কমিউনিকেশনও পড়ান। সম্প্রতি রাজগঞ্জের ফুলবাড়ি এলাকায় একটি ম্যানেজমেন্ট স্কুল চালু করেছেন। এছাড়াও সমাজসেবামূলক কাজ করেন।

> করিমুল হককে দেখে এতটাই উদ্বুদ্ধ হই যে তাঁর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে ইচ্ছা হয়। ইংরেজিতে লেখা শুরু করি বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা বইটি। পেঙ্গুইনের মতো একটি প্রকাশনা সংস্থা আমার লেখা বইটি ছাপবে তা ভাবিনি।
>
> –বিশ্বজিৎ ঝা *লেখক*

বিশ্বজিৎ বলেন, 'এখানে আসার পর করিমুল হকের কর্মকাণ্ড জানতে পারি। ওঁকে দেখে এতটাই উদ্বুদ্ধ হই যে তাঁর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে ইংরেজিতে বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা বইটি লিখি। পেঙ্গুইনের মতো একটি প্রকাশনা সংস্থা আমার লেখা বইটি ছাপবে তা ভাবতে পারিনি।' ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি উপন্যাস ছাপার অপেক্ষায়। গ্রামের বাংলামাধ্যম স্কুলের পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'কোনও লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে নিজের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে চেষ্টা করলে অবশ্যই সাফল্য আসবে।'